শেখ হাসিনা গ্রেফতার : ছিঃ পুলিশ! ছিঃ

লুৎফর রহমান রিটন

দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় (১৭ জুলাই) আওয়ামী লীগ সভানেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করার সময়কার একটি আলোকচিত্র ছাপা হয়েছে। ছবিতে দেখতে পাচ্ছি—পুলিশ বাহিনীর পুরুষ পুঙ্গবদের কতিপয় শেখ হাসিনাকে এমন ভাবে আঁকড়ে ধরেছে যে মনে হবে তিনি পালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিংবা জোর করে তাঁকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পলায়নপর একজন দুর্ধর্ষ আসামীকে যেভাবে জাপটে ধরে পুলিশ, অনেকটা সেভাবেই জাপটে ধরা হয়েছে একজন জননেত্রীকে। কিন্তু প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে আমরা যেটুকু জেনেছি তাতে গ্রেফতারী পরোয়ানা দেখতে চাওয়া ছাড়া শেখ হাসিনা গ্রেফতার বরণে কোনো রকম অস্বীকৃতি জানাননি, এমনকি কোনো অসহযোগিতাও করেননি। তাহলে তাঁকে জবরদস্তিমূলক ভাবে দুই হাত ধরে টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে কেনো? তাছাড়া,পুলিশি বেষ্টনী মানে কি চতুর্দিক থেকে কাউকে জাপটে ধরা? ভদ্রতা বজায় রেখে কি বেষ্টনী দেয়া যায়না? ইত্তেফাকে মুদ্রিত আলোকচিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি— হাস্যোজ্জ্বল এক বীরপুরুষ শালীন দূরত্ব বজায় না রেখে, ডান হাতে শেখ হাসিনার কাঁধ পেঁচিয়ে দৃষ্টিকটু ঘনিষ্ঠতায় জড়িয়ে ধরেছেন শেখ হাসিনাকে। অপর এক পুলিশের লোমশ হাতের থাবার ভেতরে শেখ হাসিনার ডান হাতটি। পুলিশের এরকম দানবীয় আচরণে ঘৃণা আর অপমানে প্রায় কেঁদে ফেলা শেখ হাসিনার অসহায় মুখটি দেখে লজ্জিত বিব্রত বিস্মিত এবং হতবাক হবার জন্যে কাউকে আওয়ামী লীগের সমর্থক হতে হয়না। সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হতে হয় না।

এই ছবিটি দেখে যে কোনো মানুষই শিউরে উঠবেন— এ কেমন অসভ্যতা!

দেশে কি পর্যাপ্ত মহিলা পুলিশ ছিলোনা? শেখ হাসিনা কি পালিয়ে যাচ্ছিলেন আদালত প্রাঙ্গাণ থেকে? দেশের কোটি মানুষের নেত্রী (তাঁর বিরুদ্ধে আনীত চাঁদাবাজীর অভিযোগটি সত্য প্রমাণ করা গেলে শাস্তি তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য।) শেখ হাসিনার প্রতি সংযত আচরণ কি প্রত্যাশা করা যায় না? অনুমান করি, শিগ্‌গিরই আরেক সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও হয়তো গ্রেফতার হবেন অচিরেই। খালেদা জিয়ার প্রতিও যদি পুলিশ এরকম অশালীন এবং অমার্জিত আচরণ করে তবে আমি একই ভাষায় তার নিন্দা জানাবো। নারীর প্রতি অমার্জিত আচরণ—তা সে শেখ হাসিনাই হোক কিংবা খালেদা জিয়াই হোক কিংবা হোক কোনো নাম না জানা অচেনা এবং অপরিচিত কোনো নারী—আমরা তার নিন্দা করি চরম ঘৃণায়।

নিকট অতীতে,চার দলীয় জোট সরকারের দুঃশাসনের সময় রাজপথে আন্দোলনকারী মহিলা

নেতা-কর্মীদের ওপর কুৎসিত ভঙ্গিতে হামলে পড়তো এই পুলিশ বাহিনী। ২০০৬ এর ২১ এপ্রিলের পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখেছি— ১৪ দলের হরতালের সময় পিকেটিংরত মহিলা যুব লীগের নেত্রীদের ওপর হিংস্র উন্মত্ততায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে পুলিশের পোশাক পরা মনুষ্য নামধারী একদল হায়েনা। সেদিনের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী—তরুণীদের শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে আঘাত করেছে পুলিশ। লাঠি দিয়ে খুঁচিয়েছে গোপনাঙ্গে!ছিঃ!এক পুলিশতো পেছন থেকে অশ্লীল কুৎসীত ভঙ্গিতে জাপটে ধরেছে একটি মেয়েকে। ওই পুলিশের নামটি ছিলো মেসবাহ। আচ্ছা, মেসবাহ নামের এই লোকটির মা,স্ত্রী,কন্যা কিংবা ভগ্নি—কেউ কি পত্রিকায় মুদ্রিত সেই ছবিটি দেখেছিলেন? সংসারে একজন পুত্র স্বামী কিংবা বাবা অথবা ভাই হিশেবে পুলিশদের কি কোনো পারিবারিক জীবন থাকে আদৌ? থাকলে ওরা পরিবারের সদস্যদের মুখ দেখায় কেমন করে?
শেখ হাসিনার সঙ্গে অসভ্য আচরণের জন্যে একজন দুজন পুলিশকে ''ক্লোজড'' কিংবা সাময়িক ''সাসপেন্ড'' করেই পুলিশের বড়কর্তারা দায়িত্ব সম্পাদন করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। অতীতের অভিজ্ঞতায় আমরা এমনটাই দেখেছি। দলীয় সরকারের পরিবর্তন হয়। ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। কিন্তু পুলিশের কোনো পরিবর্তন হয় না। পুলিশ বিভাগে কোনো সংস্কার হয় না। মোহাম্মদ নাসিমের নির্দেশে যে পুলিশ সাদেক হোসেন খোকার মাথায় ডান্ডা মারে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই পুলিশই আলতাফ কিংবা বাবরের নির্দেশে ডান্ডা মারে নাসিমেরই মাথায়। যুগ যুগ ধরে এমনটিই ঘটে চলেছে। কিন্তু আর কতো? এখনকার পুলিশ তো আর ''জাতীয় পার্টি'' ''বিএনপি'' কিংবা ''আওয়ামী লীগের'' পুলিশ নয়! একটি অরাজনৈতিক নির্দলীয় নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পুলিশের সঙ্গে অতীতের রাজনৈতিক সরকারের পুলিশের পার্থক্য কোথায়? ডক্টর ফখরুদ্দিনের পুলিশের আচরণও যদি সেই একই রকম হয়,তবে তো ২০০৪ এর ১৬ ফেব্রুয়ারি দৈনিক জনকণ্ঠের চতুরঙ্গ পাতায় প্রকাশিত আমার একটি ছড়ার দুটি পঙ্‌ক্তি ফের উল্লেখ করা লাগে—''আমার ট্যাক্সে তোমার পুলিশ মাসে মাসে পায় মাহিনা/আমি চাই এক স্বাভাবিক দেশ, পুলিশি রাষ্ট্র চাহি না।''

পুলিশ তুমি সংযত হও। আচরণে শালীন হও। পুলিশ তুমি মানুষ হও।

অটোয়া, কানাডা॥ ১৭ জুলাই ২০০৭
riton100@gmail.com